প্রথম আলো

তারিখ ... 05 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষায় নকল করায় ২০ শিক্ষার্থী বহিষ্কৃত

মুসা আহমেদ ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের (স্নাতক) চূড়ান্ত পরীক্ষায় নকলসহ নানা অপরাধে ২০ শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এঁদের মধ্যে ১০ জনকে এক সেমিস্টার আর ১০ জনকে দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এ ছাড়া একই অপরাধে আরও চার শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পত্রের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।

এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীর তালিকায় আছেন সমাজকর্ম বিভাগের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের আলমগীর কবির, প্রাণীবিদ্যার ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের ইকবাল হোসেন, আইনের ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের বেলাল হোসেন, বাংলার মোহসিন বিন আহমেদ ও জহুরুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইমরান কয়েস, হুমাইরা নাছরীন ও মোবারক হোসাইন, দর্শনের খালেদা আক্তার, ফিন্যান্সের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের শফিউল আলম খান।

দুই সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কৃতরা হলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের আসিফ ইকবাল, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ইকবাল হোসেন, ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের রাজু আহমেদ, সাদেকুর রহমান ও তানভীর আহমেদ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিরাজ হোসাইন, ইতিহাসের মাজাহারুল ইসলাম, রসায়নের যুথি আক্তার, গণিতের তারেক হোসাইন ও আবু সুফিয়ান।

আর বাংলা বিভাগের ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের মেহমুদ সিদ্দিকী (পত্র নং-৪২০৩), ব্যবস্থাপনা ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের মীর বাহাউদ্দীন ওসমানী (পত্র নং-২২২০), দর্শনের ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের সাবিনা ইসলাম (পত্র নং-১২০৫) ও রসায়নের ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের সাইফুল ইসলাম (পত্র নং-১২১১)। এঁদের কোর্স বাতিল হয়েছে।

প্রক্টর অশোক কুমার সাহা প্রথম আলোকে বলেন, 'পরীক্ষায় নকল, অতিরিক্ত খাতা সংযোগ এবং শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করাসহ বিভিন্ন অপরাধে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক সূত্র জানায়, ২৬ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় 'আইনশৃঙ্খলা কমিটির' কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। শৃঙ্খলা কমিটি বিষয়টি সিন্ডিকেট সভায় তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭ জুন সিন্ডিকেট সভায় ১০ জনকে এক সেমিস্টার (ছয় মাস) এবং ১০ জনকে দুই সেমিস্টারের (এক বছর) জন্য বহিষ্কার করা হয়। চার শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পত্র বাতিল করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় দুজনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।